নারীশ্রমিক বার্তা

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র বুলেটিন বর্ষ ০২ | সংখ্যা ০৩ | এপ্রিল-অক্টোবর ২০১৮

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র কথা

কর্মক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন হলো শ্রমিকের রক্ষাকবচ। সেই ট্রেড ইউনিয়ন করতে গিয়ে যদি শ্রমিকদের চাকুরী হারাতে হয়, হয়রানিতে পড়তে হয়, গালিগালাজ শুনতে হয় স্বভাবতই তা একজন শ্রমিককে আতংকিত করে তুলবে। তাহলে সেই শ্রমিক কিভাবে কাজে মনোনিবেশ করবে আর কিভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এটিই স্বাভাবিক চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর একজন নারীশ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন না করার পেছনে আছে সাধারণ সমস্যার পাশাপাশি বিশেষ কিছু সমস্যা। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীশ্রমিকের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জন করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রকে ঘিরে যদি তৈরি পোশাক খাতের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো কারখানা অনুপাতে ট্রেড ইউনিয়ন খুবই কম। তার মধ্যে জাতীয় ফেডারেশন, ক্রাফট ফেডারেশন, বেসিক ট্রেড ইউনিয়নে নারীর অংশগ্রহণ শ্রমখাতে নারীর অংশগ্রহণের তুলনায় খুবই নগণ্য। ট্রেড ইউনিয়নের সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে বা নির্বাহী কমিটিতে অংশগ্রহণ আরও কম। কর্মজীবী নারী ২০১৭ সালে 'ট্রেড ইউনিয়নে নারী-পুরুষের সমতার উপায় চিহ্নিতকরণ' শীর্ষক একটি গবেষণা করেছে। গবেষণায় উঠে এসেছে যে সকল নারীশ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দিচ্ছেন তাদের ক্ষমতা খুবই অল্প। 'নারীশ্রমিক কণ্ঠ' ৩ অক্টোবর সফলভাবে একটি সম্মিলন করেছে। সেখানেও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের দাবি ছিল ট্রেড ইউনিয়ন করার জন্য নারীশ্রমিকের চাকুরির নিশ্চয়তা দিতে হবে। আর সংগঠন অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারলে নারীশ্রমিকেরা তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অধিকারও আদায় করতে পারবে। এতে শুধু শিল্পের সুশৃঙ্খলাই সৃষ্টি হবে না উৎপাদনশীলতায়ও আসবে গতি,হ্রাস পাবে শ্রমিক-মালিকের বিরোধ সম্পর্ক। পাশাপাশি নারীশ্রমিকদেরও সচেতন হয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং যোগ্যতা তৈরি করতে হবে। আমাদের দেশ অনুন্নত অবস্থান থেকে উন্নয়নশীল অবস্থানের দিকে এগুচ্ছে। আসুন 'নারী-পুরুষ' 'শ্রমিক-মালিক' ভেদাভেদ ভুলে কার্যকর ও ইতিবাচক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে অগ্রসর হই। রাষ্ট্র-সমাজ-কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করি।

সূচিপত্র

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র কথা	০১
মহান মে দিবস ২০১৮	০২
নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র কার্যক্রম	০৪
নারীশ্রমিকের অধিকার	০৮

সম্পাদনা: রাহেলা রব্বানী, পরিকল্পনা ও পরামর্শ: রোকেয়া রফিক, সমন্বয়: হাছিনা আক্তার নাইনু; প্রকাশক: নারীশ্রমিক কণ্ঠ, সচিবালয়: কর্মজীবী নারী, গ্রীন এভিনিউ পার্ক, বাড়ি-০১, এপার্টমেন্ট বি ৮, রোড-০৩, ব্লক-এ, সেকশন-০৬, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। ই-মেইল: knari@agni.com, karmojibin91@gmail.com ; ওয়েবসাইট: www.karmojibinari.org.bd; Facebook: Facebook.com/Karmojibi Nari, সহযোগিতায়: ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), নকশা ও মুদ্রণ: খড়িমাটি এড কম, Editor: Rahela Rabbani. Plan and Advise: Rokeya Rafique. Coordination: Hasina Akther Nainu. Published by: Narisramik Kantha. Secretariat: Karmojibi Nari. Supported by: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Illustration & Printing: Kharimati Ad.Com

এই প্রকাশনা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য নয়

কর্মজীবী নারী
KARMOJIBI NARI (KN)

উন্নয়নশীল বাংলাদেশ ও কৃষি নারীশ্রমিক

শিরীন আখতার এমপি, আহ্বায়ক, নারীশ্রমিক কণ্ঠ

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ অর্জন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। আর এই মুক্তিযুদ্ধের জন্য দেশকে প্রস্তুত করেছিলেন বাঙালির অবিস্মরণীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত ও ২ লক্ষ মা বোনের আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই বাংলাদেশ। এই রক্তে রঞ্জিত আমাদের সংবিধান, সংবিধানের ৪ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি যা জনগণের মৌলিক অধিকারের চাবি কাঠি। '৭৫ এর পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির বাহিরে ফেলে দেয়া হয়েছিল। মুক্ত বাজার অর্থনীতির পথ ধরে বিশ্বায়নের কাছে মাথা নত করেছিল। বাংলাদেশের অর্থনীতি বিদেশীদের কাছে রাষ্ট্রকে বন্ধক দিয়ে দেউলিয়াতে পরিণত হয়েছিল। দেশ স্বাধীনের পর পরই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বলেছিল বাংলাদেশ হবে তলাবিহীন ঝুড়ি। এক পর্যায়ে দেশকে দুর্নীতিতে ও চ্যাম্পিয়ন হতে হয়। রাষ্ট্র বিরোধী যুদ্ধাপরাধী রাজাকার আলবদরদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয় বাংলাদেশ।

২০০৮ সালে আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের শক্তি '১৪ দল' সরকার গঠন করে। রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের জন্ম দেখতে পায় জনগণ। সংবিধানের চার মূলনীতিতে প্রত্যাবর্তন করে গণতন্ত্র বৈষম্য মুক্তির পথে হাঁটতে শুরু করে। এই সংবিধানের পথ ধরে ২ মেয়াদের নির্বাচিত সরকার বার বার তলাবিহীন ঝুড়ি নামক বাংলাদেশকে স্বগৌরবে দাঁড় করিয়ে দেয় স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশে। অবাক বিস্ময়ে পৃথিবী তাকিয়ে দেখে বাংলাদেশের এই উন্নয়ন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ভিত্তির ওপর দাঁড়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতি। সামাজিক চাহিদা এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা নতুনভাবে নির্ণয় করা হয়। গ্রামের অর্থনীতিকে বহুমুখী করা, জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি করা, কৃষিখাতে ভর্তুকি দেয়া একটি বাড়ি একটি খামার আশ্রায়ন প্রকল্প তৈরি করা, তৈরি পোশাক শিল্পের পাশাপাশি চামড়া ও পাট শিল্পের নব আবিষ্কার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বিশেষ ব্যবস্থাপনায় জলবায়ুর অভিঘাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থাপনা এখন জনগণের দোর গোড়ায়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন, তথ্য ও প্রযুক্তিকে ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, জনগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি অগ্রযাত্রার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে।

১৭ই মার্চ ২০১৮ জাতির পিতার জন্মদিনে বাংলাদেশের জন্য এক অসাধারণ অর্জন সূচিত হয়েছে। স্বল্প উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশের মানুষকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। জনগণের সকল উদ্যোগের সমষ্টিগত প্রয়োগ আজকের এই স্বীকৃতি অর্জনে ভূমিকা রেখেছে। জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (CDP) এই সংক্রান্ত ঘোষণার চিঠি বাংলাদেশকে হস্তান্তর করে। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে যোগ্যতা অর্জনের জন্য ৩টি শর্ত পূরণ করতে হয়। ১. মাথা পিছু আয় ২. মানব সম্পদ সূচক এবং ৩.অর্থনীতি ভঙ্গুরতা সূচক। এই তিনটির যে কোন ২টি অর্জন করলে শর্ত পূরণ করা যাবে। কিন্তু বাংলাদেশ ৩টি মানদণ্ডে উন্নত হয়। বিশ্বব্যাংকের গণনায় ১২৩০ মার্কিন ডলার মাথা পিছু আয় হতে হবে কিন্তু জাতিসংঘের হিসাবে বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় ১২৭৪ মার্কিন ডলার। ইকোসকের হিসেবে মানব সম্পদ সূচকের উন্নয়নশীল দেশ হতে হলে লাগবে ৬৬ পয়েন্ট কিন্তু বাংলাদেশের রয়েছে ৭৩.২ পয়েন্ট, অর্থনীতি ঝুঁকির ক্ষেত্রে ৩২ এর নীচে থাকলে উন্নয়নশীল দেশ হতে পারে। বাংলাদেশের অর্জনের ক্ষেত্রে ২৫.২। সুতরাং বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে অনেকটাই এগিয়ে আছে। এই অবস্থা লাগাতার ধরে রাখতে হবে ৩ বছর।

বাংলাদেশের এই অর্জন যখন প্রশংসিত হচ্ছে, এতবড় অর্জনের মধ্য দিয়ে কেমন আছে আমাদের কৃষিশ্রমিকেরা। বাংলাদেশের অর্থনীতি যে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ খাতের উপর দাঁড়িয়ে আছে তা হচ্ছে কৃষি, পোশাক শিল্প ও অভিবাসীদের আয়। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এই দেশ। এইখানে কৃষকের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। যার অধিকাংশ প্রান্তিক কৃষক ও কৃষিশ্রমিক যার ভিতরে ৭০ ভাগই নারী। কিন্তু এখনও পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজে নারীশ্রমের যথার্থ স্বীকৃতি মিলেনি। এর মধ্যে গুরুত্বপর্ণ একটি হচ্ছে কৃষি কাজে নারীর শ্রম।

শ্রম আইনে এখন ও কৃষিশ্রমিকের পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি মিলেনি। একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষিশ্রমিক আইন প্রণয়নের জন্য লড়াই করছে নারী-পুরুষ সকলে। শ্রম আইনে দীর্ঘ ১০ বছর লড়াই সংগ্রামের পর কৃষি খাতে নিয়োজিত কৃষিশ্রমিকদের শুধুমাত্র 'শ্রমিক' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষিশ্রম আইন পেতে হলে তাদের যেতে হবে অনেক দূর। কৃষিশ্রমিকেরা যেমন লড়াই করছে পূর্ণাঙ্গ কৃষিশ্রম আইনের জন্য তেমন কৃষি নারীশ্রমিকেরা আরো একটু বেশী লড়াই করছে মজুরি বৈষম্য কমানোর জন্য। তাই আমরা দেখতে পাই গ্রামাঞ্চলের অনেক ক্ষেত্রে যেমন-

মুজুরি বৃদ্ধির লড়াইয়ে নারীরা এক ধাপ এগিয়ে

রাজশাহীর তানোর উপজেলার ধুরইল ইউনিয়নের মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। এই ইউনিয়নের অধিকাংশ নারী ও

পুরুষ কৃষিশ্রমিক। কৃষিশ্রমিকদের অভিযোগ তাদের মজুরি ধরা হয় মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী। সামান্য মজুরিতে খেয়ে না খেয়ে তাদের জীবন চলে।

তবে নারী কৃষিশ্রমিকদের অভিযোগ কিছুটা ভিন্ন তারা পুরুষের সমান শ্রম দিলেও মজুরি সমান পায় না। ধুরইল মাস্টার পাড়ায় 'কর্মজীবী নারী' সংগঠনের একটি নারীকৃষিশ্রমিক সেল রয়েছে। এই সেলের সদস্যরা বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সমকাজে সমমজুরি এবং নারী ও পুরুষের সমান অধিকার বিষয়ে এখন অনেক সচেতন।

এই সেলের সদস্য রুমি ও নিলুফাকে জমির মালিক আলু তোলার জন্য বলে। তারা জানিয়ে দেয় যে তাদের মজুরি বাড়াতে হবে এবং পুরুষের সমান মজুরি দিতে হবে। মালিক কোন সমাধান না করে চলে যান। এই সুযোগে রুমি সেলের বাকি সদস্যদের সাথে মজুরি বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে এ বিষয়ে সবাই একমত হন। পরে জমির মালিক আবার এলে তারা এক হয়ে মালিককে জানায়, আমাদের ১০০ টাকা ও দু বেলা খাবার দিতে হবে। তা না হলে কাজ করবে না। মালিক বিরক্ত হয়ে বলেন, 'সংগঠন করে তোমরা একজোট হয়েছো তোমাদের সাথে আর পারছি না'।

জমির মালিক অন্য এলাকার শ্রমিকদের সাথে কথা বললে, তারাও মজুরি বৃদ্ধির দাবি করে। আর কোন উপায় না পেয়ে মালিক তাদের দাবি মেনে নেয়। রুমি বলেন, গত বছর আমরা এই একই কাজে খাবার ছাড়াই পেয়েছি মাত্র ৩০ টাকা। আমরা মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে অন্যদের ও সচেতন করছি। গত বছরের তুলনায় এ বছর মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে। যেখানে আগে মরিচ তোলায় নারী কৃষিশ্রমিকেরা কেজিতে ২ টাকা পেত একইভাবে একমন ধান সিদ্ধ করলে আধা কেজি চাল দিত। এখন শুধু ধুরইলেই নয় অন্যান্য এলাকার সেলসদস্যরা ও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সচেতন হয়েছে। অন্যরা ও তাদের সাথে একমত হয়ে মজুরি বৃদ্ধির লড়াইয়ে শরীক হয়েছে। তারা বিশ্বাস করে, সংগঠন ও সংগঠিত হওয়ার কারণে আজ তারা তাদের নায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। তাই সংগঠনের বিকল্প নেই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নকে এক অনন্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় নিয়ে গেছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে রূপকল্প বাস্তবায়নে একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা করেছে। সেই পরিকল্পনায় বাংলাদেশের নারীরা পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়ে উঠবে। সেই ক্ষেত্রে কৃষিশ্রমিক নারীরাও পিছিয়ে থাকবে না।

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সদস্য সংগঠনগুলির মহান মে দিবস উদ্‌যাপন

'জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ' মহান মে দিবস উপলক্ষে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবিতে

রাজধানীর জিরো পয়েন্টে শ্রমিক সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের উপদেষ্টা শিরীন আখতার এমপি। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা। 'জাতীয় গার্হস্থ্য নারীশ্রমিক ইউনিয়ন' ১ মে পল্টন মোড়ে সমাবেশ ও র‍্যালি করে। সংগঠনের সভাপতি আমেনা বেগমের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন: সহ-সভাপতি মমতাজ বেগম, গৃহশ্রমিক সেতারা বেগম ও জাতীয় গার্হস্থ্য নারীশ্রমিক ইউনিয়নের উপদেষ্টা আবুল হোসেন।

'বাংলাদেশ গার্মেন্টস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশন' মে দিবস উপলক্ষে ১ মে র‍্যালি এবং আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত র‍্যালি এবং আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি বাবুল আখতার। গ্রীণ বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের উদ্যোগে মহান মে দিবস উপলক্ষে মুক্তাঙ্গনের সামনে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচিগুলিতে শ্রমিকদের সকল ধরনের বৈষম্যের অবসানসহ সকল ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করারও দাবি জানানো হয় এবং নারীশ্রমিকের নিরাপত্তা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, সম্মান ও মর্যাদা, গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৮,০০০ টাকা নির্ধারণ, সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত করার দাবি করা হয়।

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র কার্যক্রম

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র কোরগ্রুপ সমন্বয় সভা

এ বছর নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র কোরগ্রুপ সমন্বয় সভা ১২ এপ্রিল, ৫ জুন, ১২ জুলাই ও ১৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। ১২ এপ্রিলের সভা সকাল ১১ টায় নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র আহ্বায়ক শিরীন আখতার এমপি'র জাতীয় সংসদের অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র আহ্বায়ক শিরীন আখতার এমপি। এই সভায় এফইএস এর নতুন আবাসিক প্রতিনিধি টিনা ব্লম উপস্থিত ছিলেন। ইহাছাড়া বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সভাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র কোর গ্রুপ কমিটির আহ্বায়ক উম্মে হাসান ঝলমল, সদস্য-সচিব রোকেয়া রফিক, সদস্য হামিদা খাতুন, লীমা ফেরদৌস, হেনা চৌধুরী, মুর্শিদা আখতারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভাগুলিতে বাংলাদেশের নারী ও নারীশ্রমিকদের সমস্যা, বাধা, বাধা নিরসনে নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র ভূমিকা, বিভিন্ন কার্যক্রমকে সফলভাবে আয়োজন ইত্যাদির উপর আলোচনা করা হয়।

গবেষণালব্ধ তথ্যের আলোকে মতবিনিময় সভা

'কর্মজীবী নারী' ২২ এপ্রিল দি ডেইলি স্টারের আজিমুর রহমান কনফারেন্স হলে একটি গবেষণালব্ধ তথ্যের আলোকে ''সমতা নিশ্চিতকরণে ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক সংগঠনে নারীশ্রমিকের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি'' শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সংগঠনটি ২০১৭ সালে নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সাথে ফ্রেডরিক এবার্ট স্টিফটুং (এফইএস) এর সহযোগিতায় "ট্রেড ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নে নারী-পুরুষ সমতার উপায় চিহ্নিতকরণ" শীর্ষক একটি গবেষণা সম্পন্ন করে। গবেষণাটি করেছেন ড. তানিয়া হক, সহযোগী অধ্যাপক, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। উক্ত গবেষণালব্ধ তথ্যের আলোকে গবেষণাটিকে কিভাবে ফলপ্রসূ করা হয়, গবেষণার ভিত্তিতে ভবিষ্যত এডভোকেসি কেমন হতে পারে, আরও কি ধরনের গবেষণা গ্রহণ করা যেতে পারে ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে উক্ত মতবিনিময় সভার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

কর্মজীবী নারী সংগঠনের সভাপতি ড. প্রতিমা পাল মজুমদারের সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন: সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিল্‌স); রায় রমেশ চন্দ্র, সভাপতি, ইউনাইটেড ফেডারেশন অব গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স (ইউএফজিডব্লিউ) ও টিনা ব্লম , আবাসিক প্রতিনিধি, ফ্রেডরিক-এবার্ট- স্টিফটুং (এফইএস) এবং আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন: নইমুল আহসান জুয়েল, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ; বাবলুর রহমান, কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, ফেয়ার ওয়্যার ফাউন্ডেশন; আমানুর রহমান উপ-পরিচালক, পলিসি এন্ড ক্যাম্পেইন, একশন এইড বাংলাদেশ এবং রওশন আরা, প্রকল্প পরিচালক ও সদস্য, নারীপক্ষ । মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন লিমা ফেরদৌস, সভাপতি, গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগ ও সদস্য, নারীশ্রমিক কণ্ঠ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ বলেন, শ্রমিক আন্দোলন মূলত একটা সমতাভিত্তিক ব্যবস্থা তৈরি করার আন্দোলন। সেই ব্যবস্থার জন্য ট্রেড ইউনিয়নে নারীর অংশগ্রহণ থাকতে হবে। ঐ ব্যবস্থার লড়াইয়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়নে নেতৃত্বে নারীকে আনতে হবে এবং সেই দিকে নজর রেখে গবেষণা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, সেই শ্রমিকদের নিয়ে গবেষণা করা উচিত যারা এখনও আইনের বাইরে যেমন-কৃষিশ্রমিক, গৃহশ্রমিক, চাতাল শ্রমিক। শ্রমিক নেতা রায় রমেশ বলেন, নারীশ্রমিকদের নেতৃত্বে নিয়ে আসতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নারী নেতৃত্বের জন্য নারীদের মাঠে নামতে হবে, কাজ করতে হবে, সংগঠিত হতে হবে এবং শিক্ষিত হতে হবে। গবেষণার বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। পৃথিবীর সারা দেশে নারীদের একই অবস্থা এরকম মন্তব্য করলেন এফইএস এর আবাসিক প্রতিনিধি টিনা ব্লম। তিনিও গবেষণার পরে একশন নেয়াটা জরুরি বলে মনে করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিরীন আখতার এমপি বলেন, নারীশ্রমিক এবং পুরুষশ্রমিককে সমতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এক করে দেখার সময় এখনো আসেনি। এর কারণ সার্বিকভাবে সুযোগ-সুবিধা থেকে নারীরা এখনও পিছিয়ে আছে। ট্রেড ইউনিয়নে গঠনতান্ত্রিকভাবে নারীকে শুধু 'মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা' হিসেবেই নয় বরং আরও অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে অন্যান্য প্রধানতম পদগুলোতেও। নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় নারীকে জানতে হবে লড়াই করার পদ্ধতি। আর নারীর

সমতার পথে এগিয়ে যাবার জন্য সকল ক্ষেত্রে এক্ষুনি এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার বিকল্প নাই। সভাপতির বক্তব্যে ড. প্রতিমা পাল মজুমদার বলেন, একজন নারীশ্রমিককে 'শ্রমিক' হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হলে প্রথমে তার নিয়োগপত্র নিশ্চিত করতে হবে তা না হলে শুধু ট্রেড ইউনিয়নে অংশগ্রহণ নয় যে কোন অধিকার বিষয়ে নারীশ্রমিকেরা শক্ত অবস্থান নিতে পারবে না। তিনি বলেন, যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন আছে সেখানকার উৎপাদন কেমন আর যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন নাই সেখানকার উৎপাদন কি রকম এর উপর একটি গবেষণা করা যেতে পারে। মতবিনিময় সভায় গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন করেন কর্মজীবী নারী'র পরিচালক (গবেষণা) রাহেলা রব্বানী।

গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ

- ❑ সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ
  - ⅄ শ্রমিকের দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ে
  - ⅄ ট্রেড-ইউনিয়ন এর দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ে
- ❑ নারীদের আইনানুগ নিয়োগ ও নূন্যতম কাজের মান নিশ্চিত করা
- ❑ ট্রেড-ইউনিয়ন এর জবাবদিহিতা এবং গঠন কাঠামো মেনে চলা নিশ্চিত করা
- ❑ ট্রেড-ইউনিয়নকে শ্রমিক ও মালিকের সেতুবন্ধনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করা
- ❑ জীবন ও কাজের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে ট্রেড ইউনিয়নে নারীশ্রমিকেরা অংশ নিতে পারে
- ❑ নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক ভূমিকাকে বিবেচনায় রাখা
- ❑ ট্রেড ইউনিয়ন এর কার্যক্রমের মধ্যে নারীদেরও অংশগ্রহণ বিষয়ে নমনীয় ও জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়া জরুরী
- ❑ ট্রেড-ইউনিয়ন এর আইনীকাঠামোকে পুণঃগঠন করা
- ❑ ট্রেড-ইউনিয়নে শ্রমআইন বাস্তবায়ন করা এবং নারীদের জন্য অংশগ্রহণমুলক পরিবেশ নিশ্চিত করা
- ❑ নারীদেরকে নেতৃত্বে অংশ নেয়ার জন্য উৎসাহিত ও সাহসী করে তোলা
- ❑ ট্রেড-ইউনিয়নকে শক্তিশালী করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা
- ❑ ভবিষ্যৎ গবেষণা।

গবেষকের মতে এটি একটি প্রারম্ভিক গবেষণা তিনি বলেছেন এ গবেষণায় উঠে আসা শ্রমজীবী মানুষের বিশেষতঃ নারীশ্রমিকের বৈষম্য ও শোষণ বিষয়ে আমরা সকলেই কম-বেশি সচেতন তবে যে বিষয়গুলো সঠিকভাবে বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন:

- ❖ ট্রেড-ইউনিয়ন এবং নারীশ্রমিকের বিষয়ে আরও বিষদভাবে ও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে, এজন্য অর্থায়ন ও সময় প্রয়োজন
- ❖ প্রাপ্য সুপারিশমালাগুলো কতটুকু কার্যকর ও বাস্তবায়নযোগ্য তার জন্য একশন রিসার্চ করা যেতে পারে
- ❖ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের আরও শ্রমক্ষেত্র গবেষণায় আনা প্রয়োজন অর্থাৎ গবেষণার ক্যানভাস বাড়িয়ে ট্রেড-ইউনিয়নে নারীশ্রমিকের অংশগ্রহণ বাড়ানোর বাস্তব ধারণা বাড়াতে হবে
- ❖ বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমজীবী নারীদের মধ্যে যারা অভিবাসী অথবা যারা বিবাহিত অথবা যারা সিঙ্গল তাদের নিয়ে বিশেষ গবেষণা প্রয়োজন
- ❖ নারীশ্রমিকের উন্নয়নে বর্তমান আইন ও নীতিমালার দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা খুঁজে বের করার জন্য গবেষণা প্রয়োজন।

ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিক সংগঠনগুলিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণে সভা অনুষ্ঠিত

ফ্রেডরিক এবার্ট স্টিফটুং (এফইএস) এর সহায়তায় নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র নয়টি সদস্য সংগঠন নারীদের ট্রেড ইউনিয়নে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও দ্বিতীয় সারির নারী-নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে আগষ্ট মাসে ৫টি করে সভা আয়োজন করে। প্রতিটি সংগঠনের প্রতিটি সভায় ২০ জন করে মোট ১০০ জন তৃণমূল সদস্য এই সভাগুলিতে অংশ নেয়। এসব সভায় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা, শ্রমিক অধিকার রক্ষায় ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা, নারী-নেতৃত্বের বিকাশে সংগঠনে অংশগ্রহণ কেন দরকার এবং সংগঠনে অংশগ্রহণের কৌশল ও সুযোগ সৃষ্টির উপায় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভাগুলিতে সচিবালয়ের পক্ষ থেকে পরিচালক রাহেলা রব্বানী ও সমন্বয়ক হাছিনা আক্তার এবং বিভিন্ন সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ নিজস্ব সভার পাশাপাশি অন্য সংগঠনগুলির সভাতেও অংশগ্রহণ করেন। এ আয়োজনে অংশ নেয় জাতীয় গার্হস্থ্য নারীশ্রমিক ইউনিয়ন, জাতীয় শ্রমিক জোট

বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ পোস্টাল ও ডাক কর্মচারী ইউনিয়ন, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক জোট, জাতীয় শ্রমিক জোট, বাংলাদেশ প্রগতিশীল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন এবং গার্মেন্টস দর্জি শ্রমিক কেন্দ্র। এসব সভার মাধ্যমে গৃহশ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিক, চামড়া শিল্পশ্রমিক, ডাক ও পোস্টাল শ্রমিক, নির্মাণশ্রমিক, দর্জিশ্রমিক ও হস্তশিল্পশ্রমিকসহ প্রায় ১০০০ নারীশ্রমিকের মধ্যে সচেতনতা তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়।

‘ট্রেড ইউনিয়নে নবনিযুক্ত কর্মীদের নেতৃত্ব-বিকাশ ও অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এফইএস এর সহযোগিতায় ‘কর্মজীবী নারী’ ও নারীশ্রমিক কণ্ঠে’র উদ্যোগে ‘ট্রেড ইউনিয়নে নবনিযুক্ত কর্মীদের নেতৃত্ব-বিকাশ ও অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ’ শীর্ষক কর্মশালা করা হয়। কর্মশালাগুলি ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট, পল্লবী, মিরপুর কর্মএলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাগুলিতে নারীশ্রমিক কণ্ঠে’র সদস্য-সংগঠনগুলির দ্বিতীয় সারির নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন যারা গার্মেন্টে, গৃহে, নির্মাণে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত নারীশ্রমিক। কর্মশালা উদ্বোধন করেন কর্মজীবী নারী’র পরিচালক রাহেলা রব্বানী। তিনি তার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন নারীশ্রমিকদের অধিকার আদায়ের অন্যতম সংগঠন। ট্রেড ইউনিয়নে নারীরা আসতে ভয় পায়। আমরা জানি, ট্রেড ইউনিয়ন করতে গিয়ে নানা বাধাতে পড়তে হয়। কিন্তু এই বাধাকে-ভয়কে জয় করে এগিয়ে আসতে হবে। এই কর্মশালার উদ্দেশ্যই হল বাধাগুলি চিহ্নিত করে নারীশ্রমিকদের মধ্যে নেতৃত্ব বিকাশে উৎসাহিত করে তোলা। কর্মশালায় জেন্ডার ধারণা, সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা, নেতা ও নেতৃত্ব, নেতার গুণাবলী, নেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়গুলির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণে প্রাপ্তশিক্ষা তাদেরকে নারী-পুরুষের বৈষম্য চিহ্নিতকরণ, সাহসের সাথে নেতার ঝুঁকি মোকাবেলা করা, নেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করা, সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং কিভাবে যে কোন সমস্যায় কর্মক্ষেত্রে মালিকের সাথে দরকষাকষি করতে পারবে সে সকল বিষয়ে সচেতন করে তোলা হয়। কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন হামিদা খাতুন, সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল এবং সাহিন আক্তার পারভীন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ।

সকল নারীশ্রমিকের সমতা-অধিকার-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীশ্রমিক কণ্ঠে’র সম্মিলন

নারীশ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলতে হবে

‘নারীশ্রমিক কণ্ঠ’ ২০২০ সালে ট্রেড ইউনিয়নসহ সকল স্তরে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০:৫০ সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা করে আসছে। ‘নারীশ্রমিক কণ্ঠ’ মনে করে, কর্মক্ষেত্রের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে নারীশ্রমিকেরা । অথচ তাদের অবদানের স্বীকৃতি নেই। তারা বঞ্চিত হচ্ছে ন্যায্য অধিকার থেকে। রাষ্ট্রকে অগ্রসরের পাশাপাশি তারা পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিও হয়ে উঠছে। তাই রাষ্ট্রের অর্ধেক অংশ নারীকেও গুরুত্ব দিতে হবে সমানভাবে। নারীশ্রমিক কণ্ঠ ০৩ অক্টোবর সিরডাপে সকাল ১০ টায় ‘শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে নারীশ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলুন’ শীর্ষক নারীশ্রমিক কণ্ঠে’র সম্মিলন এর আয়োজন করে। নারীশ্রমিক কণ্ঠে’র আহ্বায়ক শিরীন আখতার, এমপি’র সভাপতিত্বে এবং কর্মজীবী নারী’র পরিচালক রাহেলা রব্বানীর সঞ্চালনায় সম্মিলনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজী রোজী এমপি ও মজুরি বোর্ডের সদস্য শামসুন্নাহার ভুঁইয়া। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন কর্মজীবী নারী’র সভাপতি ড. প্রতিমা পাল মজুমদার এবং স্বাগত বক্তব্য দেন ফ্রেডরিক এবার্ট স্টিফটুং (এফইএস) এর আবাসিক প্রতিনিধি টিনা ব্লোম। জাতীয় সংগীত এবং দেশাত্ববোধক গানের মধ্যে দিয়ে সম্মিলন উদ্বোধন করা হয় এবং এ যাবতকালে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় নিহত-আহত শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলনে যারা অবদান রেখেছেন তাদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন বাংলাদেশ পোস্টম্যান ও ডাককর্মচারী ইউনিয়নের নারী বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদা খাতুন। ঘোষণাপত্র পাঠ করেন নারীশ্রমিক কণ্ঠে’র সদস্য ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা উম্মে হাসান ঝলমল। নারীশ্রমিক কণ্ঠে’র সভাপতি শিরীন আখতার এমপি বলেন, নারীশ্রমিক কণ্ঠে’র জন্ম হয়েছে কথা বলার জন্য। মেয়েরা আজ ঘর থেকে বাহির হয়ে, সামাজিক বাধা পেরিয়ে বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে শ্রম দিচ্ছে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নারীরা করেছে দেশ বাঁচানোর যুদ্ধ, জীবন বাঁচানোর যুদ্ধ এবং নিজের সম্ভ্রম বাঁচানোর যুদ্ধ। তাই, স্বাধীনতা উত্তর এই দেশে নারীরা শুধুমাত্র শ্রম খাতে নয় তারা রয়েছে নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে। ফ্রেডরিক এবার্ট স্টিফটুং (এফইএস) এর আবাসিক

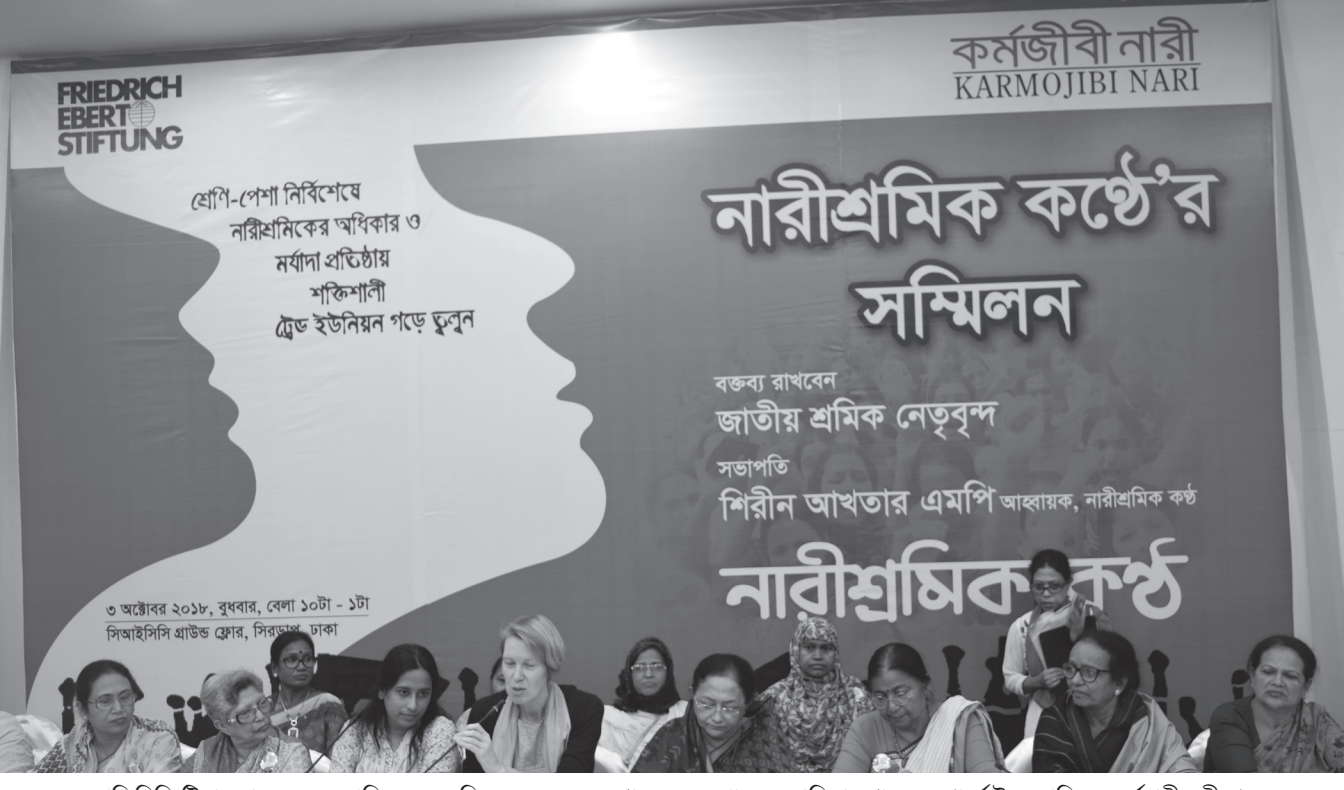

প্রতিনিধি টিনা ব্লোম বলেন, শ্রমিকদের ভবিষ্যতের জন্য যেখানে স্বয়ংক্রিয় মেশিনের বিকাশের ফলে বেকার হয়ে পড়ছে হাজার হাজার শ্রমিক সেখানে কিভাবে শ্রমিকদের ভবিষ্যত একটি মানবিক কাঠামোর ভিতরে থাকতে পারে সেই প্রশ্নে এফইএস শ্রমিকদের কল্যাণে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার শ্রমিকদের জন্য কাজ করছে। শুভেচ্ছা বক্তব্যে কর্মজীবী নারী'র সভাপতি ড. প্রতিমা-পাল মজুমদার বলেন, শ্রম বাজার কেন্দ্রিক সকল আইন পুরুষদের জন্য তৈরি করা হয়েছে বটে কিন্তু নারীশ্রমিকদের জন্য বিশেষ কোন আইন ছিলো না। ইতিমধ্যে মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ কিছু আইন করা হয়েছে যদিও তা পর্যাপ্ত নয়। তাই 'নারীশ্রমিক কণ্ঠ' শ্রম বাজারকে মাথায় রেখে নারীশ্রমিকের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, মাতৃত্বকালীন ছুটির পাশাপাশি মাসিক ঋতুস্রাবের সময় ছুটির বিষয়ে আওয়াজ তুলতে হবে। একই সাথে 'শ্রমিক বাজেট ঘোষণা' এই বিষয়ের উপর আলোচনা তুলে ধরতে হবে। সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে কাজী রোজী এমপি বলেন, শত নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীশ্রমিকের প্রতিবাদ, হাজারো বাধার বিরুদ্ধে নারীর অর্জনের কথা তুলে ধরে নারীশ্রমিকের অধিকারের কথা বলার জন্য জাতীয় সংসদে ককাস তৈরি করার ঘোষণা দেন।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের বক্তব্য

ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন: বাংলাদেশ গার্মেন্টস ওর্য়াকার্স ফেডারেশনের সভাপতি জাহানারা বেগম, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক হামিদা খাতুন, গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগের সভাপতি লিমা ফেরদৌস, জাতীয় গার্হস্থ্য নারীশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মুর্শিদা আখতার, ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশের কেন্দ্রিয় কমিটির মহিলা সম্পাদিকা সায়েরা খাতুন প্রমুখ। নেতৃবৃন্দের বক্তব্য থেকে যে সুপারিশগুলি এসেছে তা হলো: ১) ২০২০ সালের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নসহ সকল কমিটিতে নারীর এক-তৃতীয়াংশ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় সংসদে নারীসাংসদদের কথা বলতে হবে। ২) নারীশ্রমিকেরা চাকুরি হারানোর ভয়ে ট্রেড ইউনিয়ন করতে চায় না। যেন নারীশ্রমিকেরা চাকুরি বাঁচিয়ে রেখে ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারে সে জন্য মাননীয় সাংসদদের সংসদে ভূমিকা রাখতে হবে। ৩) গার্মেন্টস সহ সকল খাতে মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাসের পরিবর্তে সরকারি নিয়মানুযায়ী ৬ মাস দিতে হবে। ৪) গার্মেন্টস

নারীশ্রমিকদের যাতায়াত সহজ করার জন্য বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। ৫) গার্মেন্টস নারীশ্রমিকদের জন্য নারীশ্রমিক কলোনীর ব্যবস্থা করতে হবে। ৬) নারীশ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং মাঠ পর্যায়ে নারী-নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে। ৭) গণপরিবহণে সমান সমান আসনের ব্যবস্থা করতে হবে। ৮) প্রতিটি কারখানায় যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠনের জন্য সংগঠিত হয়ে আওয়াজ তুলতে হবে।

সেক্টরাল নারীশ্রমিকদের বক্তব্য

সম্মিলনে গার্মেন্ট. কৃষিখাত, নির্মাণ, ট্যানারী ও গৃহশ্রমে কর্মরত নারীশ্রমিকেরা বক্তব্য রাখেন। তাদের দাবি: ১) সংগঠন করার অধিকার দিতে হবে। ২) দুই রকম আইন চাই না, ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি দিতে হবে। ৩) ট্যানারী নারীশ্রমিকদের বেতন বাড়াতে হবে। ৪) কৃষিশ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার দিতে হবে। ৫) নারীশ্রমিকদের সম্মান-মর্যাদা ও কাজের মূল্যায়ন দিতে হবে।

নারীশ্রমিক কণ্ঠে'র সম্মিলনের দাবি

- ২০২০ সালের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নসহ সর্বস্তরে অর্ধেকের বেশি নারী-প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
- ট্রেড ইউনিয়নের সিদ্ধান্তগ্রহণ পদে নারীশ্রমিকদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।
- ২০৩০ সালে সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ ৫০:৫০ অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।
- শ্রম আইন সংশোধন করে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ধারা পরিহার করে আধুনিক ও যুগোপযোগী শ্রম আইন করতে হবে এবং সরকারি-বেসরকারি সকল কর্মজীবী-শ্রমজীবী নারীদের জন্য সমানভাবে ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করতে হবে।
- মর্যাদাপূর্ণ জীবনধারনের জন্য ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।
- গ্রামীণ শ্রমজীবী নারী ও বিদেশগামী সকল নারীশ্রমিকসহ সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।
- নারীর জন্য কর্মবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণে এবং নারীর প্রতি নেতিবাচক ও অশালীন দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পথ তৈরি করতে হবে।
- পোশাক শিল্প কারখানাসহ সকল প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধে ২০০৯ সালে মহামান্য হাইকোর্টের নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এর আলোকে আইন প্রণয়ন করতে হবে ।
- সকল স্তরের নারীশ্রমিকের অর্জনসমূহ দেশজ-আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরতে হবে।
- ট্রেড ইউনিয়নসহ সরকারি-বেসরকারি সংগঠনসমূহের কাউন্সিলে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পার্লামেন্ট মেম্বার গ্রুপ ও সংসদীয় ককাস গঠন করতে হবে।

নারীশ্রমিকের অধিকার

নারীশ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার

বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ত্রয়োদশ অধ্যায় ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্পসম্পর্ক অধ্যায়ের ধারা ১৭৬ (ঙ)- তে বলা আছে 'যে প্রতিষ্ঠানের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হইবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমশক্তি বা সদস্যের শতকরা ২০ ভাগ মহিলা থাকিলে সে ক্ষেত্রে ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটিতে ন্যূনতম ১০% মহিলা সদস্য থাকিতে হইবে'।

কর্মজীবী নারী'র গবেষণা বলছে, নারীরা ট্রেড ইউনিয়নে অংশগ্রহণই করতে পারছে না এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নেই বললেই চলে।

শ্রমক্ষেত্রে নারীশ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য নারীশ্রমিক অনুপাতের বিশাল পার্থক্য রয়েছে। এর কারণ:

- নারীশ্রমিকের চাকরি হারানোর ভয় বেশি
- সচেতন হওয়া সত্ত্বেও সামাজিকভাবে নিগৃহীত হবার কারণে ট্রেড ইউনিয়ন থেকে দূরে থাকে
- নারীদের সংসার, কর্মক্ষেত্র এবং ট্রেড ইউনিয়ন এই তিনটি জায়গায় একসাথে সময় দেয়া খুবই কঠিন। বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়নে আলাদা করে অতিরিক্ত সময় দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না
- নারীশ্রমিকদের মনে করা হয় অদক্ষ, সস্তা এবং তারা অঙ্গীকার রাখতে পারে না।

গবেষণায় বলা হয়েছে, ট্রেড ইউনিয়নে নারী-পুরুষ সমতা আনয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব যদি আইনের সঠিক ও কার্যকরী প্রয়োগ হয়, নেতৃত্বের বিকাশ এবং নারীদের নারীশ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যায়।

নারীশ্রমিক বার্তা

Bulletin of Narisramik kantha Year: 02 | Issue: 03 | April-October 2018

Views of Narisramik kantha

A worker would naturally get scared if she has to go through harassments or loses her job for doing Trade Unionism while it is the protecting shield for workers. If it remains the case, then how a worker would possibly increase production and pay attention in her work? But this has become a normal phenomenon in this sector. Along with some general reasons there are some special problems contribute workers for not doing the trade union. Women workers have achieved remarkable success in Formal and Non-formal sector in Bangladesh. The numbers of trade union are significantly short in comparison to the factories, if we notice in the Formal sector, among them women's participation in National Federation, Craft Federation, Basic Trade Union is also very poor while in decision making positions or in executive committees, the participation is far more shorter. 'Karmojibi Nari' in 2017, conducted a research on 'Notification of equality of men and women in Trade Unionism'.

The research showed that women who were participating in the Trade Union hold very little power. Narisramik Kantha on 3rd October held a successful gathering program where trade union leaders demanded that job security of women workers must be ensured to confirm their participation in the trade union. Women will be able to ensure their rights and leadership by doing organization or trade union. It will not only regulate the industry but also production will be raised and disputes between owners and workers will reduce. Besides, women worker will also have to come forward with sincerity and acquire capabilities. We are marching towards a developing country, lets look forward for making a positive trade union forgetting men-women, owner-workers alterations and ensure equality between men and women in work places, society and state.

Content

Views of Narisramik kantha	01
May Day 2018	02
Activities of Narisramik Kantha	04
Rights of Women Workers	08

Editor: Rahela Rabbani, Plan and Advise: Rokeya Rafique, Coordination: Hasina Akther Nainu, Published by: Narisramik Kantha, Secretariat: Karmojibi Nari. Green Avenue park, House-01, Apartment-B8, Road-03, Block-A, Section-06, Mirpur, Dhaka-12016. Email: knari@agni.com, karmojibin91@gmail.com; Website: www.karmojibinari.org.bd; Facebook: Facebook.com/Karmojibi Nari, Supported by: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Illustration & Printing: Kharimati Ad.Com.

This publication is not for commercial use

কর্মজীবী নারী
KARMOJIBI NARI (KN)

Developing Bangladesh and Agricultural women workers

Shirin Akhtar MP, convener of Narisramik Kantha

The best achievement of Bangladesh is the Liberation War. Great leader of Bangali people, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman prepared the country for that Liberation War. The country was achieved by blood of 30 lakh martyrs and sacrifice of 2 lakh mother and sisters. The four basic policies of the constitution and the blood stained constitution is the way for ensuring basic rights of people. The country was thrown out of basic policies by the killing of Bangabandhu in 1975. Following the open market economy the country bowed downed before the globalization. The economy of Bangladesh was bankrupted by leasing the country to foreigners. Just after country's independence United States termed Bangladesh as bottomless basket. At one stage the country had to be champion in corruption. Bangladesh become sanctuary for war criminals, anti-state razakars.

In 2008, with the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina 14-party alliance formed the government while the people witnessed dignity of the state. The country started to walk towards a discrimination-free path by returning to the four basic policies of the constitution. Following that path the two-term elected government made the so called bottomless basket Bangladesh as a self-sufficient country. The world astonishingly watching Bangladesh's development and its economy standing based on the sustainable development goal. The social demands and contribution of state evaluated in a new way.

Divertive rural economy, increasing human resources import, power generation, increasing gas connections, a house and a farm project making by allocating on agriculture sector, new inventions in jute and leather industry along with readymade garment industry, were unprecedented steps.

The country has become a developing country by reaching the management of natural disasters at people's doorstep, while community clinics reaches health service, information technology has reached on union level and raised people's power.

A stunning achievement of Bangladesh begun on the father of the nation's birth anniversary on March 17 of 2018 when the country elevated from less developed to developing county for which people struggled a lot. The collective effort of people has contributed to gain the recognition. United Nation's (UN) Committee for Development Policy delivered a recognition letter to Bangladesh in this regard. Any two among the three conditions had to be fulfilled for achieving the developing country status- 1 Per capita income, 2 Human recourses index and 3 Economic fragility index.

But Bangladesh has achieved all three of the criteria. According to the World Bank per capita income should be $1230 while UN said Bangladesh's per capita income is $1274. According to The Economic and Social Council (ECOSOC) Human recourses index should carry 66 points while Bangladesh have 73.2 points. In case of Economic fragility, Bangladesh has 25.2 point while remaining below 32 is enough for any developing country. So Bangladesh is much advance as a developing country. We have to sustain the present conditions for three years. Such achievement of the country is getting applauded while how our agricultural workers are going? Bangladesh is standing on the three basic sectors –Agriculture, garment and remittance. Bangladesh is an agricultural country which is self-reliant in food production and contribution of farmers are very important in this case. 70 percent of marginal farmers are women while the labour of women is yet to get recognition in family, society and state which is the most important.

Agricultural workers yet to get proper recognition in the labour act. Men, women all were fighting to implement a complete agricultural workers rights act. In the labour act agricultural workers have defined as labour after 10 years of struggle. For achieving a full agricultural workers rights act, they have to go much further. Women agricultural workers were fighting to reduce wage discrimination as the agricultural workers were fighting for their agricultural workers rights act. So

in rural regions we can see: Women are one step further in the fight for wage incensement

The main livelihood of the people of Dhuroil union in Tanore upazila of Rajshahi is agriculture. Most of them are male and female agricultural workers and their wage is set by their owners which is very inadequate. But the women workers allegations are different, they said though they provide same labour as their male fellows but don't get equal wage. 'Karmojibi Nari' has an organizational cell in Masterpara of Dhuroil which works for equal right and wage of men and women through different activities.

Rumi and Nilufa who are the members of that 'Karmojibi Nari' cell was offered to work in a land by a garden owner but they demanded equal wage as their male workers while the owner left the matter there without solving it. Rumi then talked with other members of the cell over the wage hike while rest of the workers supported the matter. Later, when the land owner came, they jointly demanded for tk 100 per day and meal for two times and threatened to leave the work otherwise. But the owner being agitated said "you have all come together by forming organization, it's difficult to deal with you."

He then talked to the workers of different area they also demanded for wage hike while as there were no way he finally accepted the demand. Rumi said "Last year we only got tk 30 for the same work without any meal. We aware others about the wage so this year the wage has been increased. Earlier, women workers use to get tk 2 for lifting one kg spice and half kg rice for boiling one mound of rice. Now not only in Dhuroil but in other areas all the cell members are aware about their wage hike demand." Others also joined their fight to increase wage and they believe that today they managed to achieve their proper right by doing organization so there is no alternative of doing organization.

Prime Minister Sheikh Hasina has taken the dignity of the country to a higher extend by development. She has taken inclusive plan to achieve the goal of becoming middle income country in 2021 and developed country in 2041. The plan would also play an important role in Bangladesh's women families, society and state. In that case women workers will also be not left behind.

May Day celebration by the member organization of Narisramik Kantha

Jatiya Sramik Jote Bangladesh held a procession and rally at Zero point in the city demanding social security

of workers marking the May Day. Information Minister Hasanul Haq Inu attended the programme as chief guest where adviser of Jatiya Sramik Jote Bangladesh, Shirin Akhtar MP was present as special guest. Jatiya Sramik Jote Bangladesh president Saifuzzaman Badsha presided over the programm. National Domestic Women Workers Union also held rally and procession on May 1. Organization's president Amena Begum presided over the programme where vice president Mamtaj Begum, domestic worker Setara Begum and its adviser Abul Hossain spoke. Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation held a discussion and rally over the May Day where its president Babul Akhtar presided over it. Green Bangla Garment Workers Federation organized another rally in front of the Muktangan in the city marking the May Day. All these programme demanded right for doing trade union and elimination of all kinds of discrimination among the workers. Women worker's security, maternity leave, respect, setting basic salary of garment workers tk 18,000 and equal wage for same work were also demanded during the programmes.

Narisramik Kantha's core-group coordination meeting

This year the core-group coordination meeting of Narisramik Kantha was held on April 12, June 5, July 12 and August 19. The meeting of April 12 was presided over by Shirin Akhtar MP at her office room in Jatiya Sangshad at 11 am where Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) resident representative Tina Blohm was present. Besides, Narisramik Kantha's core group committee convener Umme Hasan Jholmol, member secretary Rokeya Rafique, member Hamida Khatun, Lima Ferdous, Hena Chowdhury, Murshida Aktar and other leaders also attended different meetings of the organization. Discussions were held over Narisramik kantha's contribution and responsibilities to over come the existing women workers problem and obstacle to achieve their rights and about the mode of organizing programs.

Sharing Meeting on Research Findings

'Karmojibi Nari' organized a Sharing Meeting on Research Findings title on "Increasing representation and participation of women workers in workers' organization and trade union to ensure equality" at the Azimur Rahman Conference Hall of The Daily Star on 22 April. The organization with cooperation with Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) completed a research- "Finding the way towards gender eoquality and providing an overview of the development of trade unions (Policy review on the women workers ground)" in 2017. The research was done by Dr. Tania Haque, Assistant professor of Dhaka University, Women and Gender Studies Department. The meeting decided its future work plan considering how to make the research useful, what would be the future advocacy, what more researches can be done etc.

Karmojibi Nari's president Dr. Pratima Paul Mojumder presided over the programme where Syed Sultan Uddin Ahmed, executive director of Bangladesh Institute of labour Studies (BILS), Roy Ramesh Chandra, president of United Federation of Garment Workers (UFGW) and Tina Blohm, resident representative of FES spoke.

Naimul Ahsan Jewel, general secretary of Jatiya Sramik Jote Bangladesh, Bablur Rahman, country representative of Fairwear Foundation, Amanur Rahman, Managing Director of Policy and Campaign of Action-Aid Bangladesh, Rowshan Ara, project director and member of Naripokkho discussed on the issue. Lima Ferdous, president of Garment Sramik Karmachari League and member of Narisramik Kantha presented the welcome speech.

As a special guest Syed Sultan Uddin Ahmed said workers movement is mainly a movement for making system of equality. For that women must participate in trade union. In this struggle women should be brought in the leadership of trade union and the research should be done keeping that in mind. He also said research should be done on the workers who are still out of law, like agricultural workers, domestic workers, cleat workers. Workers leader Roy Ramesh said undoubtedly women workers should be brought in the leadership. For women leadership women must organize, work and educate themselves. Different programmes should be taken to implement the research. Tina Blohm, FES resident representative said worldwide the conditions of women are same. She also emphasize on taking action after the research. In chief guest speech Shirin Akhtar MP said the time is yet to come to see the female and male workers with equal point of view because women are deprived of overall facilities. Women's participation should be increased as not only 'Women Affair Secretary' but also in other posts of trade union

constitutionally. For implementing their leadership women must know the way of fight. For journey towards equality in all sector, there is no alternative of ensuring one-third representatives. In her speech Dr. Pratima Paul Mojumder said for recognize women as workers firstly her appointment should be ensured, otherwise women won't be able to take strong stand in trade union participation for their rights. She said a research can be done over the production level of two places where trade union exists and where they don't. Rahela Rabbani, director (research) of Karmojibi Nari presented a precise explanation over the research.

Recommendations of the research

- Taking projects to raise awareness
  - About the rights and responsibilites of workers
  - About the rights and responsibilites of trade union
- Lawful appointment and ensure minimum work standard for women workers
- Ensure accountability and formation of trade union
- Perceiving trade unions as bridge makers
- Concentrating on work-life balance to increase women's participation in trade union
- Women's reproductive health and role to be considered
- Flexibility and gender sensitivity in the activities of trade union
- Reframing the structural laws of trade union
- Implementing the labour law and ensuring a healthy environment for women
- Encouraging women workers to develop leadership
- Strengthening trade union

According to the researchers though we all are aware of discrimination and oppression of women workers in some extent but these things should be explained more:

- Finance and time is needed as deep and elaborate analysis should be done about trade union and women workers
- An action research can be done over the practicality and implementation of the recommendations
- In formal and non-formal sector more work sector should be brought under research which means expanding the canvas and increase practical ideas over rising participation of women in trade union
- Special research is essential on single and ethnic women in different sectors
- Research needed to find out the limitations and weakness in the present law and policy of women workers' development

Meeting held for increasing participation of women in trade union based organization and strengthening it

Nine organizations of Narisramik Kantha with the collabouration of FES held five meetings for developing women leadership and raise their participation in trade union. In these meetings at least 20 grassroot members attended in each meeting. About 1000 grassroots members participated totally in the program. In these meetings necessity of organization, role of trade union in securing workers right, importance of women participation in trade union and opportunity and strategy to involve in trade union.

On behalf of secretariat Rahela Rabbani and Hasina Aktar discussant in these meeting. Trade union leader of different organizations also attended the meeting of other organizations along with their own organizations to share their experiences. National Domestic Women Workers Union, Jatiya Sramik Jote Bangladesh, Bangladesh Jatiyatabadi Sramik Dal, Imarat Nirman Sramik union Bangladesh, Bangladesh Postal and Dak Karmachari union, Bangladesh Garment Sramik Jote, Jatiya Sramik Jote, Bangladesh Progressive Garment Workers Federation and Garment Darji Sramik Kendra participated in the programme. The

meeting inspired awareness among women workers of handicraft worker, construction worker, post and telecommunication workers, leather industry workers, garment workers, domestic workers.

Workshop held over 'Encouraging participation and leadership of new members of trade union'

'Karmojibi Nari' and 'Narisramik Kantha' organised a workshop on 'Encouraging participation and leadership of new members of trade union' with the support of FES. The workshop was held on September 24, 25, 26, 27 and 28 at Caritas Development Institute (CDI) of Pallabi in Mirpur. Women leaderships of second layer of the member organisations of Narisramik Kantha participated in the worshop who were working in garments, domestic and construction sectors. Rahela Rabbani, Director of Karmojibi Nari inaugurated the workshop while she said that "Trade union is special organisation for women workers' right. Women fear to participate in the trade union. We know that they face many obstacles in doing trade union. But they need to march further overcoming all such hitches."

The workshop aims to notify such obstacles and encourage women workers in leadership. Gender ideas, necessity of organization, leader and leadership, virtues of leaders have been taught in the workshop. In the workshop women workers were aware about negotiation struggle between owner and workers, necessity of organizations, right and duties of leaders, risk management with courage, spotting inequality between men and women. Hamida Khatun, assistant women affair secretary of Bangladesh Jatiyatabadi Sramik Dal and Shahin Aktar Parvin, assistant organizing secretary of Jatiya Sramik Jote Bangladesh were trainer of the workshop.

Narisramik Kantha's gathering aiming to establish equality, dignity and rights of women workers

Trade union should be formed to establish dignity and right of women workers

Narisramik Kantha has been promoting for ensuring one-third percent women participation in trade union within 2020 and establishing equality 50:50 within 2030. Narisramik Kantha thinks that though a large portion of working places occupied by women workers, but they have no recognition for their work. They are deprived of rights. Women are becoming only earning person in their family along with advancing the country so the half population should get equal importance. Narisramik Kantha on October 3 organized a gathering of women workers on 'Build strong trade union to establish women workers rights and dignity irrespective of class and occupation' at Cirdap. Narisramik Kantha convener Shirin Akhtar MP presided over the program. Quazi Rosy MP and wage board member Samsunnahar Bhuiyan were present as guest of honour. 'Karmojibi Nari' president Dr. Pratima Paul Mojumder and resident representative of FES Tina Blohm also spoke at the programme as a special guest. The program was inaugurated with national anthem and patriotic songs. One minute silence was observed commemorating all dead workers who died in different movement or accidents while mourning speech was presented by Maksuda Khatun, women affair secretary of Bangladesh Postman and postal workers' union. Declaration was read out by Umme Hasan Jholmol, member of Narisramik Kantha and trade union leader. Narisramik Kantha president Shirin Akhtar MP said, Narisramik Kantha was established to raise women workers voice. Women are have gone out of their houses today overcoming social obstacle and providing labour and playing important role in economic sector. Women have fought for the country, for their life and their dignity. So after independence women are prominent not only in labour sector but also in policy making position and managing the country. FES resident representative Tina Blohm said, her organization has been working for welfare of South Asian workers to find a way how future workers can remain in human structure while thousands of

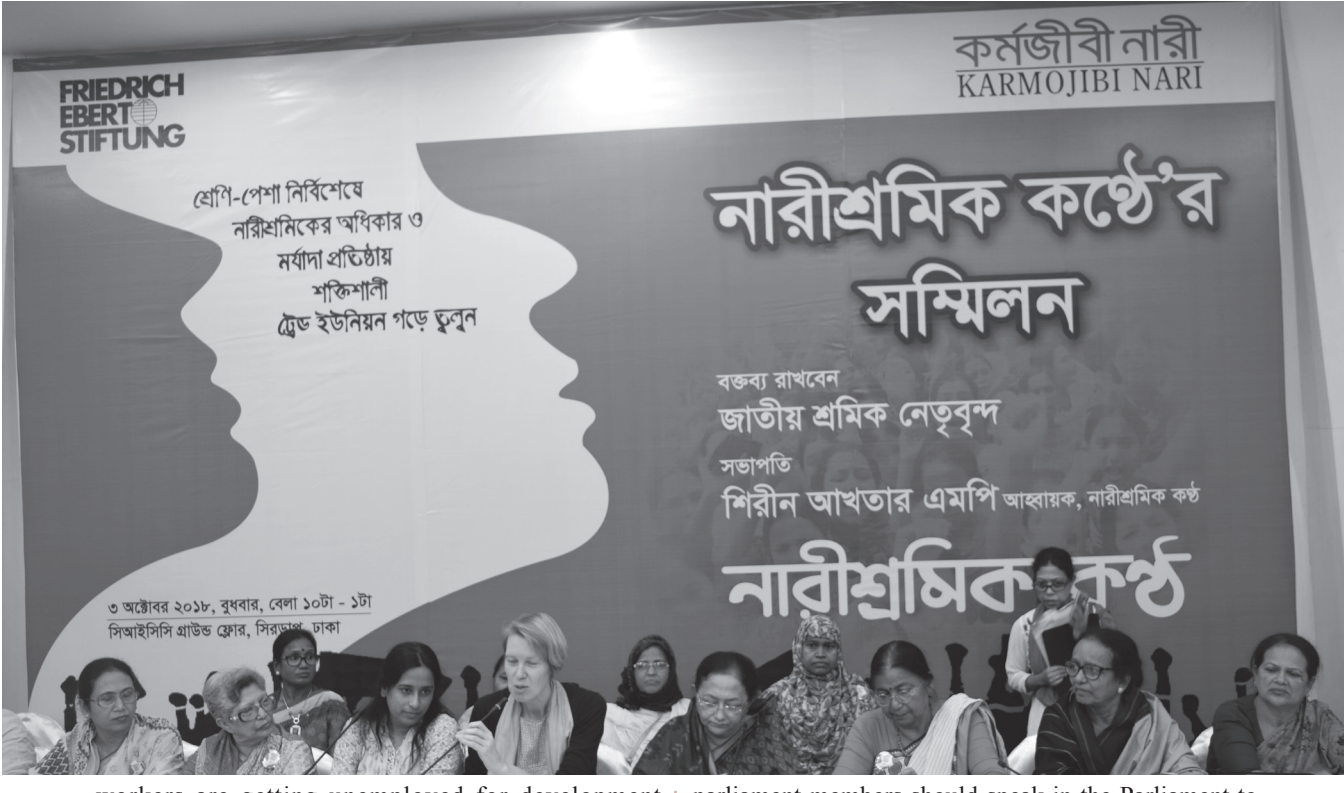

workers are getting unemployed for development of automatic machine.

In her speech 'Karmojibi Nari' president Dr. Pratima Paul Mojumder said once there was no special law for women workers in labour law. Already few laws has been formed including maternity leave and benifit but that is not adequate. She hoped Narisramik Kantha would work for establishing specific law and secure dignity of women workers considering the labour market. She also said besides maternity leave, women have to raise their voice for leave on menstrual period. At the same time have to raise voice for announcement of budget for women workers benifit. Guest Quazi Rosy MP announced to form Caucus in the national parliament to present the women workers right, their contributions against thousands of obstacles and their protests.

Trade Union leaders' opinion

Bangladesh Garment Workers Federation president Jahanara Begum, Bangladesh Jatiyatabadi Sramik Dal assistant secretary of women affairs Hamida Khatun, Garments Sramik Karmachari League president Lima Ferdous, National Domestic Women workers Union general secretary Murshida Akhtar, Construction Workers' Union Bangladesh central committee secretary Saera Khatun delivered speech among the trade union leaders. The leaders recommended – 1) Women parliament members should speak in the Parliament to ensure one-third women participation in Trade Union within 2020. 2) Women workers don't want to do trade union for the fear of losing job. Parliament members should contribute so that women workers can do trade union securing their jobs. 3) Maternity leave should be as per government rule 6 months instead of 4 months in all sectors including garments. 4) Bus should be arranged for easy transportation of women 5) Colony should be arranged for women workers. 6) Training should be arranged for women workers to increase women leadership in field level 7) In public transport women seat should be equal 8) Joint effort should be taken to form a anti-sexual harassment committee in every factories.

Speech of sectoral women workers:

Women workers of garment, agriculture, construction, tannery and domestic sector delivered their speech in the program. They demanded- 1) Right of doing organization must be ensured 2) Six-month maternity leave should be approved, two type law can't sustain 3) Salary of tannery workers should be raised 4) Agricultural workers must get right of organized 5) Work and respect of women workers should be recognized.

The demands of Narisramik Kantha:

- Women representation should be more than half in all levels of Trade Union within 2020.
- Women participation should be raised in decision making posts.
- Should be work for ensuring 50:50 participation of women and men in all sectors within 2030.
- Amendments should be brought in the labour law by eliminating the sections that goes against workers' right and modern, suitable sections should be added. Government and private all women workers must get six-month matarnity leave.
- Proper wage should be set for respectful life of workers
- Organization should be made for economic empowerment and developed living standard of all rural working women and all informal women workers.
- Ensure women workers friendly environment in workplace and unite to move forward without the negative and indecent attitude towards women workers
- The High Court verdict of 2009 should be implemented to anti-sexual harassment in garment factories and new law should be made following that policy.
- In local and global level achievements of women workers should be exhibited.
- A parliament Caucus and member group along with public representatives should be made to ensure participation of women in all organizations including government, non-government and trade union.

Women workers right

Women Workers and trade union right

According the labour law (amended), 2013 Chapter 13 section 176 (e) in an establishment where a trade union should be formed, if 20% (twenty percent) of the total working force or members are women, the union executive committee shall have at least 10% (ten percent) women members

Karmojibi Nari's research said women are failing to participate in trade union and there are hardly any women representative exists in decision making positions.

There is a huge gap in the ratio of total number of workers and number of women workers as member of Trade Union. Because-

- Women workers have fear of losing their jobs due to be a member of trade union.
- Inspite of being aware women stay away from trade union due to the fear of social harassments.
- Women finds it very difficult to share time in family, workplace and trade union simultaneously. Especially they failed to spend extra time for trade union.
- Women workers are considered unskilled, cheap and they can't keep their promise.

The research said development of leadership, recognition of women workers, proper and effective implementation of law can bring positive change in men and women equality in trade union.